ভারতে দারিদ্র্য-দূরীকরণ প্রকল্পসমূহ

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শহরের তুলনায় গ্রামে দরিদ্র মানুষের বাস বেশি। ২০১১-১২ সালে দারিদ্র্যসীমা নির্ধারিত হয় গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৮১৬ টাকা মাথাপিছু মাস-প্রতি এবং শহরের ক্ষেত্রে ১০০০ টাকা মাথাপিছু মাস-প্রতি। অর্থাৎ, গ্রামে যাঁদের মাসিক রোজগার ৮১৬ টাকার কম তাঁরা দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছেন এবং শহরে যাঁদের মাসিক রোজগার ১০০০ টাকার কম তাঁরাও দারিদ্র্যসীমার নীচে আছেন। এই সূচকের ভিত্তিতে দেখা যায় ২০১১-১২ সালে গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থান করছেন এবং শহরাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪ শতাংশ অবস্থান করছেন দারিদ্ররেখার নীচে।

ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে একাধিক দারিদ্র্য-দূরীকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। শুরুর দিকের দারিদ্র্য-দূরীকরণ কর্মসূচীগুলির অন্যতম হল **ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম**, সংক্ষেপে IRDP। এই প্রকল্পটি চালু হয় ১৯৭৯ সালে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে প্রয়োজনীয় পুঁজি জোগাতে কম সুদে ঋণদান এবং উৎপাদনের উপাদান কেনার ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি জোগানো হয়। এই প্রকল্প গ্রামীণ দারিদ্র্য-দূরীকরণে সীমিত সাফল্য অর্জন করে। দেখা যায়, এই প্রকল্প প্রতি পাঁচ জন দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের মাত্র এক জনকেই দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে অর্থাৎ, মোট দরিদ্রদের মাত্র কুড়ি শতাংশ এই প্রকল্পে লাভবান হয়েছেন।

ভারতবর্ষে **গণবণ্টন ব্যবস্থা বা, পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম** (PDS)-এর অস্তিত্ব স্বাধীনতার সময় থেকেই চোখে পড়ে যদিও তখন এই ব্যবস্থা খাদ্য আমদানির উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯৬০ এর দশকে গণবণ্টন ব্যবস্থা আরও কিছুটা প্রসারিত হয়। সরকার এগ্রিকালচারাল প্রাইস কমিশন ও ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (FCI) প্রতিষ্ঠা করে খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলে এবং এই ভাণ্ডার থেকে খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা হয়। ১৯৭০ সালে গণবণ্টন ব্যবস্থা আরও প্রসারিত হয় এবং এর মাধ্যমে খাদ্য ছাড়াও অন্যান্য কিছু অতি প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন সামগ্রী বণ্টন করা শুরু হয়। তখনও

পর্যন্ত দেশের সব শ্রেণির মানুষই এই ব্যবস্থার আওতায় ছিলেন এবং ফলত সকলেই এর সুবিধে পেতেন। ১৯৯২ সালের জুন মাস থেকে গণবণ্টন ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়। ব্যবস্থার নাম হয় Revamped Public Distribution System (RPDS)। এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রসারিত করার চেষ্টা হয়। ১৯৯৭ সালে সরকার চালু করে Targeted Public Distribution System (TPDS) অর্থাৎ, লক্ষ্যাধীন গণবণ্টন ব্যবস্থা। ভারতের পরিবারগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় – ১) Above Poverty Line (APL) অর্থাৎ যারা দারিদ্রসীমার উপরে এবং ২) Below Poverty Line (BPL) অর্থাৎ যারা দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত। স্বাভাবিক কারণেই নতুন গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্রসীমার নীচে থাকা বা, BPL পরিবারগুলিকে অধিকতর সাহায্যপ্রদানের চেষ্টা করা হয়। ২০০০ সালে চালু হয় অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা/Antyodaya Anna Yojana (AAY)। এই প্রকল্পের মাধ্যমে BPL অর্থাৎ দারিদ্রসীমার নীচের মানুষদের আরও বেশি করে সাহায্যপ্রদানের ব্যবস্থা হয়। ২০১৩ সালে National Food Security Act চালু করা হয়। এই আইনের ফলে গরিবের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি তাদের অধিকারে পরিণত করা হয়। ভারতে গণবণ্টন ব্যবস্থার ফলে দরিদ্রের কিছু সুবিধা হয়েছে ঠিকই, তবে এই ব্যবস্থার বিভিন্ন গলদও চোখে পড়ে। বণ্টনব্যবস্থায় দুর্নীতি এর একটি কারণ। অন্য কারণ হল সরকারি ব্যবস্থাপনার দীর্ঘসূত্রিতায় অনেকসময় সংগৃহীত সঞ্চিত খাদ্য পচে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু গরিব মানুষের কাছে পৌঁছয় না। এর ফলে, অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন খাদ্য বা অন্যান্য সামগ্রী বণ্টনের বদলে সরকার সরাসরি গরিবের হাতে নগদ টাকার জোগান দিক। এর ফলে গরিব মানুষ প্রয়োজনমতো সামগ্রী যথাসময়ে বাজার থেকে কিনে নিতে পারবেন এবং সরকারি কর্মী ও র‍্যাশন ডিলারদের দুর্নীতিও প্রশমিত হবে।

Mid-Day Meal Scheme। স্কুলের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই প্রকল্পটি ১৯৬০, ১৯৭০, ১৯৮০, ১৯৯০-এর দশকগুলি থেকেই বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্নভাবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৭ সালে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফ নিউট্রিশনাল সাপোর্ট টু প্রাইমারি এডুকেশন (NP-NSPE) নাম দিয়ে সারা ভারতের প্রাথমিক বিদ্যার্থীদের জন্য এই প্রকল্প চালু করেন। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অব্যবস্থা ও গাফিলতির অভিযোগ সত্ত্বেও মোটের উপর প্রকল্পটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত আহার ও তার মাধ্যমে পুষ্টি জোগানোর ক্ষেত্রে অনেকাংশে সফল বলতে

হয়। প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ স্কুলের প্রায় বারো কোটি বাচ্চা এর সুফল পাচ্ছে। প্রসঙ্গত, সারা বিশ্বে এত ব্যাপক ও বিস্তৃত মিড-ডে মিল ব্যবস্থা আর কোথাও নেই।

১৯৯৫ সালে চালু হয় **National Family Benefit Scheme (NFBS)**। এই প্রকল্পে দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত পরিবারের গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর মৃত্যুতে তাদের পরিবারকে এককালীন দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme (MGNREGP) – ২০০৫ সালে প্রণীত হয় **Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)**। এই আইন দ্বারা রূপায়িত দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পটি ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ প্রকল্প। এই প্রকল্পের ভিত্তি হল গরিব মানুষের কাজের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই প্রকল্প মোতাবেক গ্রামীণ পরিবারগুলির প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে বছরে নিশ্চিতভাবে অন্তত ১০০ দিন চলতি ন্যূনতম মজুরি বা তার বেশিতে কায়িক পরিশ্রমের কাজ পাবেন। একজন মানুষ এই কাজ পাওয়ার আবেদন করার ১৫ দিনের মধ্যে সরকার তাঁকে কোনও কাজ দিতে না পারে তবে সেই মানুষটি বেকারত্বের বিমা পাবেন। এই প্রকল্পের লক্ষগুলি হল – ১) দরিদ্রের সামাজিক সুরক্ষা; ২) স্থায়ী সম্পদ সৃজন যেমন, রাস্তাঘাট, জলাশয়, বনসৃজন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ, বাঁধ ও সাঁকো তৈরি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি; ৩) বিশেষ করে তফশিলি জাতি, উপজাতি ও নারীদের কর্মের অধিকার সুরক্ষিত করা; ৪) গ্রামীণ অঞ্চলে জীবিকা সুনিশ্চিত করা ও আয়ের সুরক্ষা প্রদান এবং গণতান্ত্রিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো। এই বৃহৎ প্রকল্পটি ঘোষিত উদ্দেশ্যসাধনে আংশিক সফল হলেও, এর দুর্বল দিকগুলিও কম নয়। প্রথমত, বেশিরভাগ জায়গাতেই এই প্রকল্পের অধীন মানুষ ১০০ দিন কাজ পাননি। ২০০৯-১০ সালে সারা ভারতবর্ষে মহিলারা গড়ে ৪৮ দিন, তফশিলি জাতির মানুষেরা ৩১ দিন এবং তফশিলি উপজাতির মানুষেরা গড়ে ২১ দিন মাত্র কাজ পেয়েছেন। এই প্রকল্পের ফলে মালিকপক্ষের সঙ্গে মজুরদের দরাদরির ক্ষমতা বেড়েছে এবং মজুরিও কিছু বেড়েছে। কিন্তু, কাজ ও আয় প্রত্যাশিত অনুপাতে বাড়েনি। তার একটা বড় কারণ হল দুর্নীতি। দুর্নীতির প্রকোপ দেখা

গেছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক উভয় স্তরে। মোটের উপর, ভারতবর্ষে MGNREGA-এর মতো প্রকল্পের খুবই প্রয়োজন আছে এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু, এই প্রকল্পের প্রয়োগের রীতি ও নীতি আরও স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রকোপ কীভাবে কমানো যায় তাও বিবেচনা করা উচিত। ইদানীংকালে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পটির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করছেন না। বরং, এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। এটা কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। ভারতের মতো দেশ যেখানে আজও গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ গ্রামাঞ্চলে বাস করেন এবং যাঁরা মূলত অদক্ষ শ্রমিক, সেই ক্ষেত্রে MGNREGA-এর মতো প্রকল্পকে উপেক্ষা করা চলে না।

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা/Pradhan Mantri Jan Dhan Yajona (PMJDY) প্রকল্পটি ২০১৪ সালে গৃহীত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল দরিদ্রকে ব্যাংক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে এনে তাদের সঞ্চয়কে সুরক্ষিত করা এবং মূলস্রোতের আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণগ্রহণের সুবিধে দেওয়া। বর্তমানে এই প্রকল্পে মোট আমানতকারীর সংখ্যা প্রায় ৩৮ কোটি এবং তাঁদের ৫০ শতাংশই মহিলা। এই প্রকল্পে মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় ১,১৮,৪৩৪ কোটি টাকা।

১৯৮৫ সালে চালু হয় ইন্দিরা আবাস যোজনা, পরে যার নাম হয় ভারত নির্মাণ প্রকল্প। সেই প্রকল্পেরই কিছু পরিবর্তন সাধন করে ২০১৭ সালে নাম দেওয়া হয় **প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা/Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana (PMGAY)**। ১৯৮৫ সালে ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পে প্রায় ২৫০ লক্ষ বাড়ি নির্মিত হয়। ২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯ সালের মধ্যে ভারত নির্মাণ প্রকল্পে নির্মিত হয় ৭১ লক্ষ বাড়ি। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা প্রকল্পে সমতল অঞ্চলে নির্মাণের মোট ব্যয় ৬০:৪০ অনুপাতে বহন করবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি এবং জম্মু-কাশ্মীরের ইউনিয়ন টেরিটরি অঞ্চলে এই অনুপাত ৯০:১০। অন্যান্য ইউনিয়ন টেরিটরিগুলিতে ব্যয়ের ১০০ শতাংশই বহন করবে কেন্দ্র সরকার। এই প্রকল্পের অধীনে শৌচাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের সহায়তায় প্রতিটি পরিবার পাবে ১২০০০ টাকা করে। এই প্রকল্পে নির্মিত এক-একটি বাড়ির আয়তন ২৫ বর্গমিটার, নির্মাণের ব্যয়ে

ভর্তুকির পরিমাণ সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা, সর্বোচ্চ ঋণ পাওয়া যাবে ৭০০০০ টাকা যেক্ষেত্রে মোট সুদের ৩ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হবে এবং মাসিক কিস্তির মাধ্যমে দেয় মোট ঋণপরিশোধের সর্বোচ্চ ৩৮৩৫৯ টাকা ভর্তুকি পাওয়া যাবে। ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল অবধি গরিবদের জন্য ৩২ লক্ষ বাড়ি এই প্রকল্পে নির্মিত হয়েছে। সরকারি সূত্রে দাবী করা হচ্ছে যে, চলতি অর্থবর্ষের মধ্যে আরও ১ কোটি ১২ লক্ষ বাড়ি নির্মিত হবে।

দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যপূরণের নিরিখে সরকারি প্রকল্পগুলি কোনওটিই অবিমিশ্র ভাল অথবা মন্দ প্রকল্প বলে প্রমাণিত নয়। দুর্নীতি, অপচয়, দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি কারণে সম্পূর্ণ লক্ষ্যপূরণে প্রকল্পগুলি ব্যর্থ হলেও সেগুলি অনেকাংশে সফলও বটে। এই কারণেই গত কয়েক দশকে ভারতে একটা বড় অংশের মানুষের দ্রুত দারিদ্রমুক্তি ঘটেছে। এখনও এদেশে বহু মানুষ দারিদ্ররেখার নীচে বাস করলেও, ভারত আজ আর চরম দারিদ্রে ভারাক্রান্ত দেশগুলির একটি নয়।